২৪/৬/২০০৩

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৭/৬ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক ইনকিলাব

কলারোয়ায় কাগজে-কলমে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে

হাজার হাজার মানুষকে অক্ষর জ্ঞানহীন রেখে নিরক্ষরমুক্ত কার্যক্রম সমাপ্তির পথে

কলারোয়া উপজেলা সংবাদদাতা ঃ কলারোয়ায় কাগজে-কলমে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। বছরের পর বছর একই শিক্ষার্থী নিয়ে এমনকি স্কুলের ছাত্রছাত্রী নিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। অনেক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের অস্তিত্ব নেই। ফলে হাজার হাজার মানুষকে অক্ষর জ্ঞানহীন রেখে নিরক্ষরমুক্ত কার্যক্রম সমাপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

সরেজমিনে চন্দনপুর ইউনিয়ন পরিষদ [illegible] সোজা আনুমানিক ৩০০ গজ পূর্বদিকে। গয়ড়া গ্রামে রাস্তার পাশে দেখা গেল শিক্ষিকা রওশন আরাসহ তিনজন শিক্ষার্থী উপস্থিত আছে। শিক্ষিকা তার কেন্দ্রের নামটা পর্যন্ত বলতে পারেন না। আরও শ'খানেক গজ পূর্বদিকে পৌঁছে পাওয়া গেল রাইচ মিলে পুরুষ কেন্দ্রের সাইন বোর্ড লাগানো। বন্যার কারণে ধান না হওয়ায় রাইচমিল ময়লা-আবর্জনায় ভরা। পাশের দোকানীকে ময়লা-আবর্জনার ভেতর কিভাবে পড়ানো হয় জানতে চাইলে জানা গেল বন্যার আগে থেকে পড়ানো বন্ধ আছে। আগের বছরও এনজিও সেতু দুই-তিন মাস শিক্ষাকেন্দ্র চালানোর পর বন্ধ রাখে। এবারও আগের বছরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তিন-চার মাস পড়ানো হয়েছে। এবার বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রটি চালায় আরএফডব্লিউ।

উপজেলার বিক্রমপুর ফকিরপাড়া কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল স্কুলছাত্রীও পড়ছে। মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর ১০/১১ জন উপস্থিত আছে। একই গ্রামের পশ্চিমপাড়া বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেল, ৩০ শিক্ষার্থীর ১০/১২ জন উপস্থিত আছে। জিজ্ঞাসাবাদে বোঝা গেল, এদের তিন-চারজন এই কেন্দ্রের শিক্ষার্থী না। বই কেন্দ্রে থাকে কেউ আসলে পাশের লোক ডেকে শিক্ষার্থী বেশী দেখানো হয়। যাদের নাম শিক্ষার্থীর তালিকাভুক্ত তারা গেল বছর সেতু এনজিও পরিচালিত কেন্দ্রেও পড়েছে। সোনাবাড়িয়া মশিয়ারের বাড়ী ডেপ পরিচালিত একটি পুরুষ কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায় সাত-আটজন স্কুলপড়ুয়া ছাত্র নিয়ে কেন্দ্র চালানো হচ্ছে। বয়স্কদের ডেকে পাওয়া যায় না বলে শিক্ষক জানায়। উপজেলার লাঙ্গলঝাড়া গিয়ে কতিপয় ব্যক্তির কাছে জানা গেল, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রগুলো এখন আর চলে না। শাকদা গ্রামের এক ব্যক্তি জানায়, তাদের গ্রামে দুই-একটি কেন্দ্র ১০/১২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে চলে বাকীগুলো খুঁজে পাওয়া যায় না। একই অবস্থার কথা জানা গেল দেয়াড়া, ক্ষেত্রপাড়া, সিঙ্গা গ্রাম থেকে।

অনুসন্ধানে জানা গেল, আরএফডব্লিউ নামক এনজিও কয়েক মাসের বেতন না দিয়ে তাদের কর্মকর্তা অশোক সরে পড়েছে। তাই পয়সা পাওয়া যাবে না বলে অনেকে কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো এনজিও বন্ধ রেখে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার মাসিক ২০০ টাকা, হারিকেনের তেলের টাকা আত্মসাৎ করছে। আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে বেতনের টাকাও ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। ফলে কাগজে-কলমে বয়স্ক শিক্ষা চালু রেখে চলছে সরকারী অর্থ লোপাট। বয়স্ক শিক্ষার জেলা সমন্বয়কারী জানান, কলারোয়ার কয়েকটি ইউনিয়নে শেষ পর্যায়ের কার্যক্রম চলছে। একই শিক্ষার্থী নিয়ে প্রতিবছর বয়স্ক শিক্ষা চালানো হলে নিরক্ষরমুক্ত করা কিভাবে সম্ভব হবে তা জানতে চাইলে তিনি জানান, নতুন বদলি হয়ে সাতক্ষীরা এসে অনেকে অনিয়ম লক্ষ্য করে এনজিওগুলোর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী নিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালানোর বিষয়টি তিনি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন বলে ইনকিলাবকে জানান। কাগজে-কলমে নিরক্ষরমুক্ত কার্যক্রম চালানো হলেও প্রকৃত নিরক্ষর ব্যক্তির শিক্ষা কেন্দ্রে আনার কোন উদ্যোগ নেই। ফলে হাজার হাজার অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ রেখে নিরক্ষরমুক্ত কার্যক্রম সমাপ্তির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে।